আধিপত্যবাদের স্থান ক্যাম্পাসে হবে না : ডা. শফিকুর

► ছাত্রশিবিরকে ২৪-এ সহযোদ্ধা হিসেবে পেয়েছি : সারজিস

বিশেষ প্রতিনিধি

০১ জানুয়ারি, ২০২৫ ০০:০০

শেয়ার

অ +

অ -

শফিকুর রহমান

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, বিগত সরকারের আমলে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয়েছিল। চরদখলের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোকে দখল করা, চাঁদাবাজি, দখলবাজি ও আধিপত্যবাদ বজায় রাখতে

ক্যাম্পাসগুলোকে অস্ত্রাগারে পরিণত করেছিল। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেই ব্যবস্থার কবর রচনা করা হয়েছে। ক্যাম্পাসে আর কোনো চাঁদাবাজ, আধিপত্যবাদ ও দখলবাজের স্থান হবে না।

গতকাল মঙ্গলবার ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সদস্য সম্মেলনের উদ্বোধনী সেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জামায়াতের আমির এসব কথা বলেন। রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

জাহিদুল ইসলাম

নুরুল ইসলাম

সকাল ৮টা ৫০ মিনিট থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত উন্মুক্ত সেশন ও দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত কার্যকরী সেশন অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ এক যুগের বেশি সময় পর এবার প্রকাশ্যে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এ সম্মেলন হলো।

সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি মঞ্জুরুল ইসলামের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি জেনারেল জাহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ৮ আগস্ট বুলেটের আঘাতে শহীদ রাজশাহী মহানগর ছাত্রশিবিরের সাংগঠনিক সম্পাদক আলী রায়হানের পিতা মো. মুসলেহ উদ্দিন। এ সময় জুলাই বিপ্লবে শহীদ আবু সাঈদ, ফয়সাল মাহমুদ শান্ত, ওয়াসিম, উসমানসহ শহীদ পরিবারের সদস্য ও আওয়ামী শাসনামলে নিপীড়নে আহত ও গুম হওয়া পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, বিগত সাড়ে ১৫ বছরে আওয়ামী দুঃশাসন বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। কিন্তু বাংলাদেশের জনগণ, বিশেষ করে ছাত্র ও যুবসমাজ কোনো দুঃশাসন মেনে নেয় না।

সেটা চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানে প্রমাণিত হয়েছে। স্বাধীনতার সাফল্যকে হাইজ্যাক করে একটা রাজনৈতিক দল দেশে একদলীয় শাসন কায়েম করে রেখেছিল। কিন্তু ছাত্রসমাজ ১৫ বছরের মাথায় তাদের সেই দুঃশাসনকে পরাজিত করে

নতুন বাংলাদেশের শুভ সূচনা করেছে। বাংলাদেশে আর কোনো আধিপত্যবাদ ও দুঃশাসন জনগণ মেনে নেবে না।

ইসলামী ছাত্রশিবিরকে আরেকটি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে জামায়াতের আমির বলেন, 'সেই যুদ্ধটা হচ্ছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে মেরামত করার যুদ্ধ।

শিক্ষা যেহেতু জাতির মেরদণ্ড, শিক্ষায় আঘাত করা হয়েছে বেশি। উদ্দেশ্যহীন মানহীন একটা শিক্ষাব্যবস্থা দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেটা জাতির খুব কম প্রয়োজনে আসছে। এখানে গবেষণা নেই, চর্চা নেই, উৎকর্ষ নেই, নৈতিকতা নেই, দুনিয়ার সঙ্গে তালমিল নেই। সব কিছুকে একদম তছনছ করে দেওয়া হয়েছে।'

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, আর কোনো চাপাতি কম্পানিকে, কোনো গাঁজাখোরকে ওখানে (ক্যাম্পাসে) ঢুকতে দেওয়া হবে না। হাতে অস্ত্র নিয়ে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। গণরুম যারা কায়েম করে, তাদের ওখানে ঢুকতে দেওয়া হবে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যারা টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি করে, তাদের ঠিকানা ওখানে হবে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শুধু শিক্ষা-গবেষণা থাকবে। এই দায়িত্ব তোমাদের নিতে হবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে জাতীয় নাগরিক কমিটির মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম বলেন, ছাত্রশিবিরকে আমরা ২৪-এ সহযোদ্ধা হিসেবে পেয়েছি। তাদের আমরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পেয়েছি। রাজপথে থাকা, পরামর্শ দেওয়া, গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে সহযোদ্ধার ভূমিকা রেখেছিল ছাত্রশিবির। আমরা আমাদের পক্ষ থেকে একটি কথা স্পষ্ট করে বলতে চাই, সত্য কখনো চাপা রাখা যায় না। সত্য প্রকাশিত হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা।

তিনি বলেন, গত ১৬ বছরে খুনি হাসিনা যাকেই তার পটেনশিয়াল থ্রেট মনে করেছিল, তাকেই যেভাবে পেরেছে, নানা তকমা দিয়ে ব্লেম গেমে মেতে উঠেছিল। আমরা দেখেছি, অনেক নিরপরাধ মানুষকে, আলেম-ওলামাকে পটেনশিয়াল থ্রেট মনে করে তাদের জেলখানায় পুরে, হামলা-মামলা দিয়ে নির্যাতন করেছে, হত্যা করেছে।

সারজিস আলম বলেন, আমরা আমাদের জায়গা থেকে মনে করি, ইসলামী ছাত্রশিবিরসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিল, সংগঠন ছিল, এই খুনি হাসিনা স্বাধীন দেশে বেঁচে থাকাটা যাদের জন্য দুঃসাধ্য করে রেখেছিল।

সারজিস বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি, আমরা ২৪-এর অভ্যুত্থানে যেভাবে একসঙ্গে হাতে হাত রেখে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, এমনকি পরিকল্পনার টেবিলে একসঙ্গে বসে যেভাবে কাজ করেছি, ঠিক সেভাবে দেশের স্বার্থকে সবার ওপরে রেখে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাব।'

সম্মেলনে দলের নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ তাহের, নায়েবে আমির অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, মাওলানা শামসুল ইসলাম, সেক্রেটারি জেনারেল সাবেক এমপি অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান, ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতিরা উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সভাপতি মঞ্জুরুল ইসলাম বলেন, ছাত্রশিবির এ দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের সেই মানুষের আকাঙ্ক্ষার জন্য ছাত্রশিবিরকে সব ভয় উপেক্ষা করে ভূমিকা পালন করে যেতে হবে।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মুফতি কাজী ইবরাহীম, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান মাওলানা সাইয়্যেদ কামালুদ্দীন জাফরী, বাংলাদেশ লেবার পার্টির চেয়ারম্যান ড. মোস্তাফিজুর রহমান ইরান, জাতীয় পার্টির (কাজী জাফর) চেয়ারম্যান মোস্তফা জামাল হায়দার, গণ অধিকার পরিষদের (রেজা কিবরিয়া) ফারুক হাসান, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির সহসভাপতি রাশেদ প্রধান, জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্যসচিব আখতার হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া আনাদোলু গেঞ্জলিক দেরনেইয়ের সহসভাপতি এমরুল্লাাহ ডেমির, পেরসাতুয়ান কেবাংসান পেলাযার ইসলাম মালয়েশিয়ার সভাপতি জুল আইমানসহ বেশ কয়েকজন বিদেশি অতিথি ছিলেন।

ছাত্রশিবিরের নতুন সভাপতি জাহিদুল সেক্রেটারি জেনারেল নুরুল

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের ২০২৫ সেশনের জন্য নতুন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন জাহিদুল ইসলাম। নতুন সেক্রেটারি জেনারেল মনোনীত হয়েছেন নুরুল ইসলাম সাদ্দাম।

গতকাল দুপুরে ছাত্রশিবিরের সহকারী নির্বাচন কমিশনার ও সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি সেলিম উদ্দিনের সঞ্চালনায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অ্যাডভোকেট মতিউর রহমান আকন্দ নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় সভাপতির নাম ঘোষণা করেন। নাম ঘোষণার পর নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় সভাপতিকে শপথবাক্য পাঠ করান ছাত্রশিবিরের প্রধান নির্বাচন কমিশনার।

গত ২৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭টা থেকে ৩০ ডিসেম্বর রাত ৮টা পর্যন্ত সারা দেশে অনলাইনের মাধ্যমে একযোগে কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রশিবিরের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সভাপতি ২০২৪ সেশনের জন্য কার্যকরী পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করে নুরুল ইসলামকে সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে মনোনয়ন দেন।

এর আগে জাহিদুল ইসলাম ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারি জেনারেল ছাড়াও কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক, কেন্দ্রীয় সাহিত্য সম্পাদক, কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদক, কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক সম্পাদক, কেন্দ্রীয় বিতর্ক সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ মহানগর সভাপতি ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। জাহিদুল ইসলাম জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগ থেকে অনার্স ও মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। বর্তমানে তিনি একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এমবিএ পড়ছেন।

নতুন সেক্রেটারি জেনারেল নুরুল ইসলাম এর আগে কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক, কেন্দ্রীয় সাহিত্য সম্পাদক, কেন্দ্রীয় প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সম্পাদক, কেন্দ্রীয় শিক্ষা সম্পাদক ও খুলনা মহানগর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ থেকে অনার্স ও মাস্টার্স সম্পন্ন করেন। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এইচআরএম বিভাগে মাস্টার্সে পড়াশোনা করছেন।

রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে গতকাল ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সম্মেলনে অতিথিরা। ছবি : কালের কণ্ঠ